প্রদর্শনী খামার স্থাপনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ

- সম্ভাব্য সকল আর্থ-সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী (ধনী, মাঝারী, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন) কৃষকদের নির্বাচন করতে হবে। মহিলা নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক পরিবার নির্বাচনে যত্নশীল হতে হবে।
- সম্ভাব্য দলের সকল পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে থেকেই নেতা নির্বাচন করতে হবে। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন এবং সম্ভব হলে বিদ্যালয়ের আগ্রহী শিক্ষকগণকেই কৃষক হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।
- জৈব সার সংরক্ষণ ও বসত বাড়ীতে শস্য উৎপাদন প্রদর্শনীর জন্য যতদূর সম্ভব মহিলা চাষীকে নির্বাচন করতে হবে।
- প্রদর্শনী খামার নির্বাচনের জন্য ব্লক, মসজিদ, হাটবাজার, রাস্তাঘাট, ইউনিয়ন অফিস এর কাছাকাছি জায়গা অগ্রাধিকার পাবে।
- প্রদর্শনী খামার এমন জায়গায় হতে হবে যেখানে অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সহজতর হবে।
- ২০১১ - ২০১৬ (সংশোধিত) সনের প্রদর্শনী বিগত বছরের প্রর্দশনীর এলাকা হতে ভিন্ন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যাতে প্রদর্শনীর বার্তা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

ঋণ কার্যক্রম

পুঁজির অভাব হেতু প্রকল্প সংগঠিত দলের সদস্যবৃন্দ অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়ক কৃষিজ উপাদান এবং উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারায় ফসল প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা না থাকায় একদিকে প্রত্যাশিত উৎপাদন হয় না, অন্যদিকে ন্যায্যমূল্য থেকেও বঞ্চিত হন। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে অপ্রধান শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং বিআরডিবি কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন প্রকল্প পরিচালক। জেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র উপ পরিচালক (জেলা দপ্তর) কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারক করবেন। জেলা দপ্তরে প্রকল্পের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করবেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প দপ্তর হিসেবে উপজেলা পল্লী ভবন ব্যবহৃত হবে। বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটভূক্ত উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার সার্বিক দায়িত্বে উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়ের জন্য জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। যা প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বলয়ভূক্ত।

কর্মপ্রবাহ (Work Flow Chart)

নির্বাচিত উপজেলা

⬇

গ্রাম নির্বাচন

⬇

অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ

⬇

চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে দলগঠন

⬇

দলের পরিচালন ব্যবস্থাপনা

⬇

পুজিঁগঠন

⬇

প্রশিক্ষণ

⬇

প্রশিক্ষণার্থী খামারি নির্বাচন, খামার স্থাপনে অনুদান

⬇

খামারিকে প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা

⬇

উৎপাদন

⬇

সংরক্ষণ

⬇

প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ

বিস্তারিত জানার জন্য

প্রকল্প পরিচালক
এমসিপিপিপি এন্ড এমপি (২য় পর্যায়)
বিআরডিবি, পল্লী ভবন,
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
টেলিফোন ঃ ৮১৮০০৪৬
ই-মেইল ঃ mcpp02off@yahoo.com
Website : mcppm.brdb.gov.bd

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)

মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬ খ্রিঃ (সংশোধিত)

বাস্তবায়নে

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

পটভূমি

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি কৃষি। কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থান, মৌসুমী আবহাওয়া ও নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারনে এদেশে প্রচুর পরিমানে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন ডাল জাতীয়ঃ মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, খেসারী ও মাসকলাই ; তৈল জাতীয়ঃ সরিষা, তিল, তিসি, সয়াবিন, সূর্যমুখী ও চিনাবাদাম; মসলা জাতীয়ঃ আদা, হলুদ, রসুন, পেয়াজ, মরিচ, জিরা, ভূট্টা ও মিষ্টি আলু সহ বিভিন্ন প্রকার অপ্রধান ফসল উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। এরপরও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে অপ্রধান শস্য সমূহ আমদানী করতে হচ্ছে। এ আমদানী ব্যয় কমাতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত **"দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসুচি"** শীর্ষক প্রকল্পটি (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯, ১ বৎসর বৃদ্ধিসহ) ৩০-০৬-২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির ১ম পর্যায় বাস্তবায়ন কালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং বর্গাচাষীগণ প্রকল্প বাস্তবায়নে উৎসাহ-ব্যঞ্জক সাড়া দেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও প্রকল্পের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার বিষয়ে মূল্যবান মতামত দেন। সর্বোপরি দেশের আমদানি নির্ভর ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পের ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি দেশের ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলায় ০৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদে {জুলাই, ২০১১–জুন, ২০১৬ (সংশোধিত)} বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯৩.৬১ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর অধীনে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ঃ

গ্রামের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষকদের নিয়ে দল গঠন করা হবে। প্রকল্পাধীন প্রতিটি দলে গড়ে ৩০ জন সদস্য থাকবে। প্রতি উপজেলায় দল গঠন হবে ৩০টি এবং প্রত্যক্ষ উপকারভোগী সংখ্যা হবে ৯০০ জন। ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলায় প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর মোট সংখ্যা হবে ২,৩০,৪০০ জন।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল দেশের আমদানি নির্ভর ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখা।

(ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষকদের সংগঠনভূক্ত করে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধকরণ।

(খ) আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রধান শস্যের গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে উৎপাদক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীসহ সমাজের সকল পর্যায়ের জনগনকে সচেতন করা।

(গ) অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ কাজে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মহিলা জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা।

(ঘ) অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ কাজে যুক্ত সকলকে সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

(ঙ) অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা।

(চ) উপকারভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে পুঁজি গঠন ও আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তাকরণ।

(ছ) প্রকল্প এলাকার ২,৩০,৪০০ জন দরিদ্র চাষীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যবহার শিক্ষা দেয়া এবং ফসল বাজারজাতকরণে মধ্যস্তভোগীদের স্থলে উৎপাদক ও ভোক্তাদের মাঝে সরাসরি বিপণন সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচন

প্রকল্পভূক্ত গ্রামের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী জনগোষ্ঠি হতে দল গঠন পদ্ধতি অনুসরন পূর্বক ১টি দলে ২৫-৩০জন সুফলভোগী সদস্য হিসাবে নির্বাচন করা হবে। সদস্য হিসাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

- ক্ষুদ্র কৃষক, যার জমির পরিমান- ০.৫১-১.২০ একর।
- প্রান্তিক কৃষক, যার চাষযোগ্য জমির পরিমান ১.২১-২.০০ একর।
- বর্গাচাষী, যার চাষযোগ্য জমি নাই কিন্তু অন্যের জমি চাষ করে।
- কৃষি শ্রমিক।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ

প্রকৃত স্থান নির্বাচন

অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত এবং অপ্রধান শস্য চাষ উপযোগী জমি বেষ্টিত এলাকা নির্বাচন। পর্যাপ্ত কৃষি তথ্যের ভিত্তিতে এলাকা নির্বাচন এবং এরূপ কাজের জন্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা।

দল গঠন

প্রকল্প কর্মধারায় সাংগঠনিক অবকাঠামো হিসাবে অপ্রধান শস্য প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৭৬৮০টি দল গঠন করা হবে।

পুঁজি গঠন

স্বনির্ভরতার অন্যতম অবলম্বন পুঁজিগঠন; পুঁজি গঠন ও সম্পদ আহরণের জন্য সাপ্তাহিক ভিত্তিতে দলের সদস্যদের ২০/- (বিশ) টাকা হারে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনের বাধ্যবাধকতা আছে।

প্রশিক্ষণ

নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও উৎপাদন দক্ষতা সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি। অপ্রধান শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর যৌথ উদ্যোগে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে ২৩০৪০০ জন উপকারভোগীকে, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে ৭৬৮০ জন দলনেতাকে এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ

স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায় জাতিগঠনমূলক সংস্থাসমূহ বিশেষ করে বিআরডিবি, বিএডিসি, কৃষি বিভাগ ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ করা হবে।

প্রদর্শনী খামার

সাফল্যের সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী সদস্য যিনি আগ্রহী এবং জমি প্রদানে সক্ষম আদর্শ কৃষক হিসাবে ভূমিকা পালনকারীকে প্রদর্শনী খামার স্থাপনের জন্য অনুদান এবং সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।